# বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল আইন, ২০১৬ (খসড়া)
# (২০১৬ সনের ..... নং আইন)

**ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল গঠনকল্পে প্রণীত আইন**

যেহেতু, বাংলাদেশের জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল গঠন, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সেবাগ্রহীতাদের সেবাসংক্রান্ত অধিকার সুরক্ষা, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পেশাজীবীদের রেজিস্ট্রেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক ডিগ্রিসমূহের সমমান (uniformed standard) প্রতিষ্ঠাসহ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক অন্যান্য কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

**১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**-

(১) এই আইন 'বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল আইন, ২০১৬' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

**২। সংজ্ঞা।**-বিষয়বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "কাউন্সিল" অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল;

(২) "কার্যনির্বাহী কমিটি" অর্থ ধারা ৯-এর অধীনে গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি;

(৩) "সদস্য" অর্থ কাউন্সিলের সদস্য;

(৪) "তফসিল" অর্থ এই আইনের কোন তফসিল;

(৫) "নিবন্ধক" অর্থ কাউন্সিলের নিবন্ধক;

(৬) "পরিদর্শক" অর্থ কাউন্সিল কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টযিনি কাউন্সিল কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করিবেন।

(৬) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত অথবা অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার বা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কাউন্সিল কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;

(৭) "ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান" অর্থ সরকারঅনুমোদিত যে কোন সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইনস্টিটিউট বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাহার মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে স্বীকৃত পোস্ট-গ্রাজুয়েশন পর্যায়ের ন্যূনতম একবৎসরমেয়াদি বা তিন বৎসরমেয়াদি বাউচ্চতর বা প্রাসঙ্গিক ডিগ্রি প্রদান করা হয়;

(৮) "সাইকোথেরাপি" অর্থ মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও নীতিমালা হইতে উদ্ভূত, সম্মতিভিত্তিক ও সচেতনভাবে প্রয়োগকৃত বিজ্ঞানসম্মত ও প্রমাণ-নির্ভর চিকিৎসাপদ্ধতি, যাহা ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের আচরণ, চিন্তন, আবেগ এবং/অথবা অন্যান্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে সহায়তাকরে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে (সশরীরে, অনলাইন/ডিজিটাল পদ্ধতিতে) প্রদত্ত সাইকোথেরাপি, গ্রুপথেরাপি, ম্যারিটাল ও ফ্যামিলি থেরাপি ইত্যাদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) "ইন্টার্নশিপ" অর্থ বাংলাদেশমেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি বাবেসরকারি মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানসমূহে কাউন্সিলস্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগনের অধীনে কোন ব্যক্তি কর্তৃক ন্যূনতম ছয় মাস ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সেবা প্রদান যাহাতেন্যূনতম ১২ ঘন্টা কোন নিবন্ধিত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের নিকট হইতে সুপারভিশন লইতে হইবে;

(১০) "স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি শিক্ষাগত যোগ্যতা" অর্থ প্রথমতফসিলের অন্তর্ভুক্ত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি শিক্ষাগত যোগ্যতা;

(১১) "স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি"অর্থ দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিতক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে ন্যূনতম তিন বৎসরের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট প্রশিক্ষণপরবর্তী পিএইচডি বা তাহার সমমানের যে কোন ডিগ্রি।

(১২) "স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক প্রাসঙ্গিক ডিগ্রি" অর্থ দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে স্বীকৃত তিন বৎসরের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি/প্রশিক্ষণের অতিরিক্ত যে কোন সুপারভাইজড ডিপ্লোমা বা প্রশিক্ষণ যাহা ন্যূনতম তিন মাস স্থায়ী হইবে।

(১৩) "ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট" অর্থ এমন একজন মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীযিনি সরকারঅনুমোদিত যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে কাউন্সিলস্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে ন্যূনতম এক বৎসরের এম.এস.সি/এম.এস এবং দুইবৎসরের এম.ফিল অথবা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে সমমানের ন্যূনতম তিন বৎসরের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন পর্যায়ের ডিগ্রি অর্জন করিয়াছেন।

(১৪) "এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট" অর্থ এমন একজন মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীযিনি সরকারঅনুমোদিত যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে কাউন্সিলস্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে ন্যূনতম এক বৎসরের এম.এস.সি/এম.এস অথবা সমমানের ন্যূনতম এক বৎসরের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন পর্যায়ের ডিগ্রি অর্জন করিয়াছেন।

(১৫) "শিক্ষানবিশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট" অর্থ কাউন্সিলস্বীকৃত কোন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক কোর্সের শিক্ষার্থী;

(১৬) "রেজিস্টার" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত ও রক্ষিতযেকোন রেজিস্টার;

(১৭) "নিবন্ধিত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি এই আইনের আওতায় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসাবে নিবন্ধিত হইয়াছেন;

(১৮) "নিবন্ধিতএ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি এই আইনের আওতায় এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসাবে নিবন্ধিত হইয়াছেন;

(১৯) "বিশেষজ্ঞ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট" অর্থ এমন ব্যক্তি যাহার ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসাবে ন্যূনতম দশবৎসরের কাজ করিবার অভিজ্ঞতা অথবা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে কাউন্সিলস্বীকৃত পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রিসহ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে তিন বৎসরকাজ করিবার অভিজ্ঞতা রহিয়াছে;

(২০) "ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান" অর্থ বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ইনস্টিটিউট বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে পোষ্ট গ্রেজুয়েশন পর্যায়ের এক বৎসর মেয়াদি বা তিন বৎসর মেয়াদি বা উচ্চতর বা প্রাসঙ্গক ডিগ্রী প্রদান করে;

(২১) "বিধি" অর্থ এই আইনের আওতায় প্রণীতযেকোন বিধি।

**৩। কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা।-**

(১) এই আইন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে "বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল" নামক একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে, এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার এবং চুক্তি সম্পাদন করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

**৪। কাউন্সিলের গঠন।-**

(১) কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ-

(ক) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়-যিনি পদাধিকারবলে কাউন্সিলের সভাপতি হইবেন;

(খ) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;

(গ) মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর;

(ঘ) মহাপরিচালক, সেনাবাহিনী মেডিকেল সার্ভিসেস অধিদপ্তর;

(ঙ) পরিচালক, চিকিৎসা-শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন;

(চ) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর;

(ছ) পরিচালক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল;

(জ) চেয়ারম্যান, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;

(ঝ) চেয়ারম্যান, এডুকেশনাল ও কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;

(ঞ) পরিচালক, সমাজকল্যান ও গবেষনা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;

(ট) চেয়ারম্যান, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়;

(ঠ) চেয়ারম্যান, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়;

(ড) চেয়ারম্যান মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;

(ঢ) ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ন্যূনতম সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন;

(ণ) বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি মনোনিত একজন সদস্য;

(ত) এটর্নী জেনারেল কর্তৃক মনোনীত অন্যূন বিশবৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন আইনজীবী;

(থ) দেশের প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগ হইতে একজন করিয়া, সরকার কর্তৃক মনোনীত, মেডিকেল পেশায় নিয়োজিত স্বনামধন্য ব্যক্তি;

(দ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট;

(ধ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত, একজন যুগ্ম-সচিব এবং যুগ্ম-সচিবমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা; এবং

(ন) সরকার কর্তৃক মনোনীত মানসিক স্বাস্থ্য গবেষণা ও উন্নয়নের সহিত জড়িত দুইজন স্বনামধন্য মহিলা নাগরিক

(২)কাউন্সিলের মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়ন বা ক্ষেত্রমত, নির্বাচনের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ মনোনীত কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে যে কোন সময় অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) কাউন্সিলের যে কোন সদস্য, কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে, স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন, তবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ড় উক্ত পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

(৫) কোন ব্যক্তি একই মেয়াদে একাধিক যোগ্যতায় কাউন্সিলের সদস্য হইতে বা থাকিতে পারিবেন না।

৫। **কাউন্সিলের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।-**

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিল-এর ক্ষমতা ও দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(১) সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিও এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিবিষয়ক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মানকে স্বীকৃতি প্রদান;

(২) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক শিক্ষার মানকে স্বীকৃতি প্রদান;

(৩) অন্য কোন দেশের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার মাধ্যমে সে দেশের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিবিষয়ক শিক্ষার মান বিষয়ে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে স্বীকৃতি প্রদানসহ এতদ্সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(৪) স্বীকৃত ডিগ্রিধারী ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণের নিবন্ধন বিষয়ক পরীক্ষা গ্রহণ;

(৫) স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণের নিবন্ধন ও নিবন্ধনের নবায়ন;

(৬) নিবন্ধিত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণের রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

(৭) স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের 'শিক্ষানবিশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট' হিসাবে নিবন্ধিত করা;

(৮) এই আইনের অধীনে নিবন্ধন সনদ প্রদান-সংক্রান্তকার্যাবলী এবং আনুষঙ্গিক বিষয় নির্ধারণ;

(৯) ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের নূন্যতম মান ও শর্তাদি নির্ধারণ;

(১০)মানসম্পন্নভাবে প্রণীত পাঠ্যসূচীর স্বীকৃতি প্রদান, পাঠ্যসূচী যুগোপযোগী করিয়া তোলা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নির্ধারণে সহায়তা করা;

(১১) এই আইনের অধীনে স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন পরীক্ষা, পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের নূন্যতম মান নির্ধারণ;

(১২) অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে পাঠদানকল্পে নিয়োগের জন্য শিক্ষক ও পরীক্ষকগণের ন্যূনতম সংখ্যা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ;

(১৩) ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন;

(১৪) ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগনের জন্য অনুসরণীয় পেশাগত আচরণের মান নির্ধারণ, তৎসম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগ;

(১৫) কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলাপমেন্ট (সিপিডি) বিষয়ক দলিল প্রণয়ন, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণের সিপিডি পয়েন্ট পর্যালোচনা করা;

(১৬) ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ও এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক ভূয়া পদবি, ডিগ্রি, প্রতারণামূলক প্রতিনিধিত্ব অথবা নিবন্ধন দাবি ইত্যাদির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৭) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত নহেন অথচ 'ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট' বা 'এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট' পদবি ব্যবহারকারী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৮) সরকারের অনুমোদনক্রমে তফসিলসমূহ সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন;

(১৯) এই আইনের অধীনে নিবন্ধন ও পরিদর্শ ফি নির্ধারণ;

(২০) কাউন্সিলের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উহার হিসাব নিরীক্ষণ;

(২১) তফসিলভুক্ত বা তফসিলবহির্ভূত বাংলাদেশের ভিতরে এবং বাহিরে অবস্থিত যে কোন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রির মান মূল্যায়ন বা পুনর্মূল্যায়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট তফসিল সংশোধন;

(২২) উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় স্বার্থসংশিষ্ট সংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/কাউন্সিলের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা; এবং

(২৩) উপরোক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব এবং এই আইনের অধীনে অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন।

**৬ । কাউন্সিলের সভা ।-**

(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কাউন্সিল উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিলের সভা উহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ছয় মাসে কাউন্সিলের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) কাউন্সিলের সকল সভায় উহার সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে কাউন্সিলের সহ-সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) এক তৃতীয়াংশ সদস্য সমন্বয়ে কাউন্সিলের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কাউন্সিলের সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় অর্থাৎ নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কাউন্সিলের কোন সদস্যপদ শূন্য অথবা কাউন্সিল গঠনে ত্রুটির কারণে কাউন্সিলের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না, বা গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বাতিল হইবে না।

**৭। কাউন্সিলের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন।-**

(১) কাউন্সিলের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে কাউন্সিলের দুইজন সহ-সভাপতিও একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করিবেন।

(২) কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপ-ধারা (১)-এর অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

**৮। কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।-**

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিল উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের নিমিত্ত সরকারের অনুমোদনক্রমে একজন রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) নিয়োগ করিবে।

(২) রেজিস্ট্রারের (নিবন্ধকের) নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) কাউন্সিল উহার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

**৯। কার্যনির্বাহী কমিটি।-**

(১) কাউন্সিলের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকিবে।

(২) কাউন্সিলের সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ এবং কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত ৪ (চার) জন সদস্যসহ মোট ৭ (সাত) জন সদস্য সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে। কার্যনির্বাহী কমিটির ন্যূনতম ৪ জনের সমন্বয়ে সভার কোরাম নির্ধারিত হইবে।

(৩) কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি কার্যনির্বাহী কমিটিরসভাপতি হইবেন এবংঅন্য সহ-সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ পদাধিকারবলে কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ হইবেন।

(৪) উপ-ধারা (৫)-এর বিধান সাপেক্ষে, কাউন্সিলের প্রশাসনিক বিষয়াদি কার্যনির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে,এবং কার্যনির্বাহী কমিটি এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সকল সিদ্ধান্তবাস্তবায়ন করিবে।

(৫) কার্যনির্বাহী কমিটি উহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকিবে এবং কাউন্সিল কর্তৃক সময়-সময় প্রদত্ত নির্দেশনা, আদেশ ও নির্দেশ অনুসরণ করিবে।

**১০। বিশেষজ্ঞ কমিটি।-**

(১) পেশাগত বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের সুবিধার্থে কাউন্সিল একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিগঠন করিবে।

(২) পাঁচজন বিশেষজ্ঞ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট সমন্বয়ে উক্ত কমিটি গঠিত হইবে।

(৩) বিশেষজ্ঞ কমিটিকাউন্সিল বা সরকার কর্তৃক চাহিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করিবে।

**১১। অন্যান্য কমিটি গঠন।-**

(১) কাউন্সিল, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহার সদস্যদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে গঠিত কমিটিসমূহের সদস্যসংখ্যা, কার্যপদ্ধতি এবং দায়িত্ব কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

**১২। সদস্যদের যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা।-**

(১) সদস্য হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবার জন্য কোন ব্যক্তির নিম্নবর্ণিতযোগ্যতা থাকিতে হইবে-

(ক) ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগনের ক্ষেত্রে দেশে অথবা বিদেশে অন্ততঃ দশ (১০) বৎসরের অভিজ্ঞতা;

(খ) অন্য সদস্যদের ক্ষেত্রে, কোন সরকারি অথবা বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে অথবা স্বনামধন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন, অর্থ, অথবা আইন বিষয়ে দশ (১০) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

(২) কোন ব্যক্তি সদস্য হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হইয়া থাকেন; অথবা

(খ) যদি কোনো উপযুক্ত আদালত অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা ঋণখেলাপি হিসাবে ঘোষিত হইয়া থাকেন; অথবা

(গ) যদি এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকেন এবং তাহার অবসান ঘটিয়া না থাকে; অথবা

(ঘ) যদি নৈতিক স্খলনজনিত কারণেকোন ফৌজদারী আদালতে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসর কারাদন্ডে দন্ডিত হন অথবা এই আইন বা বিধির অধীনে কোন অপরাধ সংঘটনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাহার মুক্তি পাইবার পর পাঁচ (৫) বৎসর অতিবাহিত না হইয়া থাকে; অথবা

(ঙ) মানসিক অথবা শারীরিক অক্ষমতার কারণে নিজ দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন।

**১৩। সদস্য অপসারণ।-**

(১) শুধুমাত্র নিম্নোক্ত কারণে কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে-

(ক) ধারা ১২(২) এর অধীনে বর্ণিত কোন অযোগ্যতা থাকিলে;অথবা

(খ) দায়িত্ব পালনে গুরুতর অবহেলা থাকিলে।

(২) কোন সদস্যকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত লিখিত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান না করিয়া তাহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না।

(৩) এই আইনের অধীন কোন সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জন্য কাউন্সিল তিন সদস্য সমন্বয়ে একটি তদন্তকমিটি গঠন করিবে যাহার মধ্যে যে বিষয়ে মূল অভিযোগ আনা হইয়াছে ঐ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ থাকিবেন।

**১৪। কাউন্সিলের তহবিল।-**

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল তহবিল'নামে কাউন্সিলের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন বিদেশী সরকার, সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা বা ব্যক্তি হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) এই আইনের অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন ফি ও পরিদর্শন ফি; এবং

(ঙ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত তহবিল কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

(৩) কাউন্সিলের তহবিল হইতে কাউন্সিলের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতিও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে কাউন্সিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

**১৫। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিবিষয়ক শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বীকৃতি।-**

(১) বাংলাদেশে স্বীকৃত 'ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ' হইতে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিবিষয়ক ডিগ্রিধারী কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে 'ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট' অথবা 'এসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট' পদবি ব্যবহার করিতে চাহিলে অথবা উক্ত ডিগ্রি চিকিৎসা সেবা প্রদানে ব্যবহার করিতে চাহিলে, উহা এই আইনের অধীনে কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত হইতে হইবে।

(২) বাংলাদেশে অবস্থিত বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক তিন বা ততোধিক বৎসরমেয়াদি শিক্ষার ডিগ্রি প্রদানকারী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, প্রথম তফসিলে অন্তর্ভুক্তনা থাকিলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত ডিগ্রিধারী ব্যক্তিকে এই আইনের অধীনে উক্ত যোগ্যতার স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী বাংলাদেশের বাহিরে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিগ্রি অর্জনকারী বাংলাদেশে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট অথবা এসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টহিসেবে নিবন্ধিত হইতে চাহিলে, তাহাকে কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে। কাউন্সিল তাহার আবেদন বিবেচনা করিয়া ইতিবাচক মূল্যায়ন করিলে,আবেদনকারী কাউন্সিলনির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন। উত্তীর্ণ আবেদনকারীগণকাউন্সিলনির্ধারিত সময়ে ইন্টার্নশিপ গ্রহণের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধিত হইবেন। ইন্টার্নশিপ শেষে আবেদনকারীর আবেদনের ভিত্তিতে কাউন্সিল তাহাকে নিবন্ধিত করিতে পারে।

**১৬। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিবিষয়ক শিক্ষার উচ্চতর ডিগ্রি এবং প্রাসঙ্গিক ডিগ্রির স্বীকৃতি।-**

(১) বাংলাদেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিবিষয়ক শিক্ষার উচ্চতর বা প্রাসঙ্গিক ডিগ্রিধারী কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে উক্ত ডিগ্রি চিকিৎসা সেবা প্রদানে ব্যবহার করিতে চাহিলেঅথবা কোন রেজিস্টার্ড ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট তাহার নামের বিপরীতে উক্ত ডিগ্রি ব্যবহার করিতে চাহিলে, উহা এই আইনের অধীনে কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত হইতে হইবে।

(২) বাংলাদেশে অবস্থিত বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক শিক্ষার উচ্চতর ডিগ্রি বা প্রাসঙ্গিক ডিগ্রি প্রদানকারী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম দ্বিতীয়তফসিলেঅন্তর্ভুক্ত না থাকিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বা ক্ষেত্রমত উক্ত ডিগ্রিধারী ব্যক্তিকে এই আইনের অধীনে উক্ত যোগ্যতার স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

**১৭। স্বীকৃতিদানে অসম্মতির জন্য কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধে আপিল ।-**

(১) ধারা ১৫, বা ১৬-এর অধীনে দাখিলকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক শিক্ষাগত যোগ্যতা বা এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদানের কোন আবেদন প্রত্যাখান করিলে, কাউন্সিল, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্তঅবিলম্বে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে জানাইবে এবং সংক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত হইবার ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে সংক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি আপিল করিলে, সরকার, উক্ত আবেদন প্রত্যাখানের কারণসমূহ বিবেচনার জন্য ন্যূনতম ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টসহ সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে, কাউন্সিলকে উক্ত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রত্যাখান বা স্বীকৃতি বহাল বা প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট তফসিল সংশোধন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

**১৮। স্বীকৃতি প্রত্যাহার।-**

(১) যদি কাউন্সিলের নিকট কার্যনির্বাহী কমিটির কোন প্রতিবেদন হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিবিষয়ক উচ্চতর বা প্রাসঙ্গিক ডিগ্রি প্রদানকারী বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যসূচী অনুসরণ করিতেছেনা, বা উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালিত পরীক্ষা যথাযথভাবে লওয়া হইতেছেনা,অথবা উক্ত সনদ প্রদানের জন্য গৃহীত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের কাঙ্খিত ব্যুৎপত্তিগত মান অর্জিত হইতেছেনা, বা উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত মানদন্ড ও নীতিমালার আলোকেপ্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তির জ্ঞান ও দক্ষতার সমকক্ষহইতেছে না, তাহা হইলে কাউন্সিল, উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় মন্তব্যসহ, উক্ত প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করিবে। সেইক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটিনির্ধারিত সময়ের মধ্যে কৈফিয়ৎ পেশ করিবে।

(২) যদি কাউন্সিলের নিকট কার্যনির্বাহী কমিটির কোন প্রতিবেদন হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক উচ্চতর বা প্রাসঙ্গিক ডিগ্রি প্রদানকারী কোন শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানসরকারপ্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, সার্কুলার বা নীতিমালা ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতেছেনা, তাহা হইলে, উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় মন্তব্যসহ, প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিষয়ে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, কৈফিয়ত পেশ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট উক্ত প্রতিবেদনটি প্রেরণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২)-এর অধীনে কৈফিয়ত প্রাপ্ত হইবার পর, অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কৈফিয়ত পেশ করা না হইলে উক্ত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর, কাউন্সিল, উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠানের পর, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উক্ত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক উচ্চতর বা প্রাসঙ্গিকডিগ্রিনির্ধারিত সময়ের পর হইতে স্বীকৃত নহে মর্মে ঘোষণা করিতে পারিবে।

**১৯। স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণের নিবন্ধন ও রেজিস্টারভুক্তকরণ, ইত্যাদি।-**

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিল পেশাদার ও স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের নিবন্ধন করতঃ উহাদের নাম, বিধিতে উল্লিখিত এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিবরণসহ, একটি রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিবে, এবং উক্ত রেজিস্টার প্রকাশ ও সংরক্ষণ করিবে। ইহাছাড়া রেজিস্টারভুক্ত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের তালিকা কাউন্সিলের ওয়েব সাইটে সংরক্ষিত হইবে যাহাতে সর্বসাধারণ সহজে বিষয়টি অবহিত হইতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে নিবন্ধন ও রেজিস্টারভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট পেশাদার ও স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণকে কাউন্সিলের নিকট কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপধারা (২)-এর অধীনে নিবন্ধনের জন্য আবেদনের পর কাউন্সিল আবেদনকারীদের জন্য পরীক্ষা আয়োজন করিবে, যাহাতে অকৃতকার্য হইলে তাহাদের আবেদন বাতিল হইয়া যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (২)-এর অধীনে আবেদন প্রাপ্তির পর উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে আয়োজিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে,কাউন্সিল, নির্ধারিত মানদন্ড ও নীতিমালার আলোকে যোগ্য বিবেচনা করিলে, আবেদনকারী ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দকে নিবন্ধন করতঃ নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে। উল্লেখ্য যে, বিদেশ হইতে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের কাউন্সিলকর্তৃক নির্ধারিত ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৫) কাউন্সিল তৎকর্তৃক বিবেচনা মোতাবেক বছরে অন্ততঃ দুইবার স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিগ্রিধারীদের নিবন্ধন ও রেজিস্টারভুক্ত হইবার তারিখ ঘোষণা করিবে।

(৬) আবেদনের নির্ধারিত তারিখ উত্তীর্ণ হইবার পর হইতে পরবর্তী তারিখ পর্যন্তসময়কালে কেহ নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিলে কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী পরিষদ যথাযথ যাচাই-বাছাইপূর্বক তাহাকে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করতঃ উপ-ধারা (১)-এর অধীনে সংরক্ষিত রেজিস্টারের একটি পৃথক অংশে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

(৭) উপ-ধারা (৬)-এর অধীনে সাময়িকভাবে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীনে একজন পূর্ণাঙ্গ পেশাদার ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসাবে নিবন্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিল উক্ত ব্যক্তির নাম রেজিস্টারের উক্ত পৃথক অংশ হইতে বাদ দিবে।

(৮) এই ধারার অধীনে নিবন্ধিত বা সাময়িকভাবে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় তফসিলে অন্তর্ভুক্ত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক স্বীকৃত উচ্চতর বা প্রাসঙ্গিক কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করিলে, উক্ত ব্যক্তির আবেদনক্রমে, কাউন্সিল রেজিস্টারে উক্ত ব্যক্তির নামের সহিত তাহার উক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা যুক্ত করিবে।

**২০। স্বীকৃত এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণের নিবন্ধন ও রেজিস্টারভুক্তকরণ ।-**

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিল পেশাদার ও স্বীকৃত এ্যাসিস্ট্যান্টক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের নিবন্ধন করতঃ উহাদের নাম, এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিবরণসহ, একটি রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং উক্ত রেজিস্টার প্রকাশ ও সংরক্ষণ করিবে। ইহাছাড়া রেজিস্টারভুক্ত এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের তালিকা কাউন্সিলের ওয়েব সাইটে সংরক্ষিত হইবে যাহাতে সর্বসাধারণ সহজে বিষয়টি অবহিত হইতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে নিবন্ধন ও রেজিস্টারভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট পেশাদার ও স্বীকৃত এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দকে কাউন্সিলের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপধারা (২)-এর অধীনে নিবন্ধনের জন্য আবেদনের পর কাউন্সিল আবেদনকারীদের জন্য পরীক্ষা আয়োজন করিবে, যাহাতে অকৃতকার্য হইলে তাহাদের আবেদন বাতিল হইয়া যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (২)-এর অধীনে আবেদন প্রাপ্তির পর উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে আয়োজিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে,কাউন্সিল, নির্ধারিত মানদন্ড ও নীতিমালার আলোকে যোগ্য বিবেচনা করিলে, আবেদনকারীএ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগনের নিবন্ধন করতঃ নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে। উল্লেখ্য, বিদেশি ডিগ্রিধারীদের কাউন্সিলনির্ধারিত ইন্টার্নশিপও সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৫) আবেদনের নির্ধারিত তারিখ উত্তীর্ণ হইবার পর হইতে পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত সময়কালে কেহ নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিলে কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী পরিষদ যথাযথ যাচাই-বাছাইপূর্বক তাহাকে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করতঃ উপ-ধারা (১)-এর অধীনে সংরক্ষিত রেজিস্টারের একটি পৃথক অংশে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

(৬) এই ধারার অধীনে নিবন্ধিত বা সাময়িকভাবে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় তফসিলে অন্তর্ভুক্ত কোন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক উচ্চতর বা প্রাসঙ্গিক শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করিলে, উক্ত ব্যক্তির আবেদনক্রমে, কাউন্সিল রেজিস্টারে উক্ত ব্যক্তির নামের সহিত তাহার উক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা যুক্ত করিবে।

(৭) এই ধারার অধীনে নিবন্ধিত বা সাময়িকভাবে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি প্রথম তফসিলে উল্লিখিত ন্যূনতম তিনবৎসর মেয়াদি স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করিলে,কাউন্সিল, তাহার আবেদনের ভিত্তিতে কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে,তাহাকে স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসাবে নিবন্ধিত করিতে পারিবে ও সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে তাহার নাম অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে। এমতাবস্থায় এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসাবে তাহার নাম এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি রেজিস্টার হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া যাইবে।

**২১। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণের বিশেষ নিবন্ধন।-**

ধারা-১৯ এবং ২০ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইন বলবৎ হইবার পূর্ব পর্যন্ত-

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের পূর্ণকালীন শিক্ষকবৃন্দ কাউন্সিল নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের আবেদনের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাউন্সিলের অধীনে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসাবে নিবন্ধিত হইবেন;

(খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ হইতে এমএস/এমএসসি সহ এমফিল ডিগ্রীপ্রাপ্ত বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির সাধারণ সদস্যগণ কাউন্সিল নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের আবেদনের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাউন্সিলের অধীনে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসাবে নিবন্ধিত হইবেন; এবং

(গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ হইতে এমএস/এমএসসি প্রাপ্ত বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির অ্যাফিলিয়েটেড সদস্যগণ কাউন্সিল নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের আবেদনের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাউন্সিলের অধীনে এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসাবে নিবন্ধিত হইবেন।

**২২। শিক্ষানবিশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগনের রেজিস্টারভুক্তিকরণ।-**

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিল ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষানবিশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দকে 'শিক্ষানবিশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট' হিসাবে নিবন্ধন করতঃ উহাদের নাম, এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিবরণসহ, একটি রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং উক্ত রেজিস্টার প্রকাশ ও সংরক্ষণ করিবে। উল্লেখ্য,নিবন্ধনের জন্য আবেদনের পূর্বশর্ত হিসাবে শিক্ষানবিশবৃন্দকে কাউন্সিলস্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কোর্সের শিক্ষার্থী হইতে হইবে। ইহাছাড়া রেজিস্টারভুক্ত শিক্ষানবিশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের তালিকা কাউন্সিলের ওয়েব সাইটে সংরক্ষিত হইবে যাহাতে সর্বসাধারণ সহজে বিষয়টি অবহিত হইতে পারে।

**২৩। নিবন্ধিত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের পুনঃনিবন্ধন প্রক্রিয়া।-**

(১) নিবন্ধনের পর পাঁচ বৎসরঅতিক্রান্ত হইলে নিবন্ধিত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণ কাউন্সিলনির্ধারিত তারিখ ও নিয়মানুযায়ী পুনঃনিবন্ধনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ আবেদন করিবেন।

(২) পুনঃনিবন্ধনের আবেদনের সহিত কাউন্সিল কর্তৃক সরবরাহকৃত ফর্ম পূরণ করিয়া জমা দিতে হইবে, এবং এই সময়কালীন সিপিডি পয়েন্ট ও সিপিডি সমর্থনকারী দলিলাদি ও কাউন্সিলের চাহিদামত দলিলাদি জমা দিতে হইবে।

(৩) আবেদকারীর আবেদনপত্র ও সহায়ক দলিলাদি পর্যালোচনা করিয়া কাউন্সিল ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণের পুনঃনিবন্ধন করিতে পারিবে।

**২৪। রেজিস্টারসমূহ সরকারি দলিল হইবে।-**

ধারা১৯ হইতে ২২-এর অধীনে প্রণীত, প্রকাশিত ও সংরক্ষিত রেজিস্টারসমূহ Evidence Act, 1872 (Act I of 1872)-এর অধীনে সরকারি দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।

**২৫। নিবন্ধন ব্যতীত 'ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট'ও 'এ্যাসিস্ট্যান্টক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট'পদবি ব্যবহার নিষিদ্ধ।-**

(১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীনে নিবন্ধন ব্যতীত কেহ 'ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট' ও 'এ্যাসিস্ট্যান্টক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট'হিসাবে নিজেকে দাবি করিতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১)-এর বিধান লংঘন করিলে উক্তরূপ লংঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্তকারাদন্ড অথবা ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্তঅর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

**২৬। নিবন্ধন বাতিল ও রেজিস্টার হইতে নাম প্রত্যাহার।-**

(১) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এই আইনের কোন বিধান লংঘন বা নির্ধারিত পেশাগত আচরণ বা নৈতিকতার নীতিমালার কোন বিধান লংঘনের কারণে দোষী সাব্যস্ত হইলে বা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে পেশাগত দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে,যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষেকাউন্সিল উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিলক্রমে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার হইতে তাহার নাম প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিল, উহার বিবেচনাক্রমে, উপ-ধারা (১)-এর অধীনে নিবন্ধন বাতিলকৃত ও রেজিস্টার হইতে প্রত্যাহারকৃত ব্যক্তির নাম পুনঃ তদন্ত সাপেক্ষেএই আইনের বিধান অনুসারে পুনরায় নিবন্ধন ও রেজিস্টারভুক্ত করিতে পারিবে।

**২৭। কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধনকরণে অসম্মতি বা রেজিস্টার হইতে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধে আপিল।-**

(১) ধারা ১৯ হইতে ২২-এর অধীনে নিবন্ধনকৃত বা রেজিস্টারভুক্ত হইবার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, কাউন্সিল কোন ব্যক্তির নাম নিবন্ধন বা রেজিস্টারভুক্ত করিতে অসম্মত হইলে বা নিবন্ধনকৃত ব্যক্তির নাম সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার হইতে প্রত্যাহার করিলে, লিখিতভাবে উক্তরূপ অসম্মতি জ্ঞাপন বা প্রত্যাহারের৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানাইতে হইবে, এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্তঅবহিত হইবার৩০ (ত্রিশ)কর্মদিবসের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপিল করিলে, সরকার, কাউন্সিল কর্তৃক উক্ত অসম্মতি প্রদান বা, ক্ষেত্রমত, নাম প্রত্যাহারের কারণসমূহ বিবেচনার পর, এতসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবে এবং উক্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

**২৮। পাঠ্যসূচি এবং পরীক্ষাসমূহ সম্পর্কে তথ্য তলব।-**

(১) কাউন্সিল প্রথম অথবা দ্বিতীয়তফসিলে উল্লিখিত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিএবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিবিষয়ে উচ্চতর বা প্রাসঙ্গিক শিক্ষার স্বীকৃতিবা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধন প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ্যসূচি, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ ও এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সময়-সময় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তলব করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কাউন্সিলকে সময়-সময় তলবকৃত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সর্বোচ্চ ৩০(ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে সরবরাহ করিবে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি এইরূপ তথ্যাদি সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে কাউন্সিল উক্ত ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দিতে বা নিবন্ধন করিতে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবে অথবা ক্ষেত্রমত ডিগ্রির স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

**২৯। পরিদর্শন।-**

(১) কাউন্সিল, উহার বিবেচনামত, এই আইনের অধীনে স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক প্রাসঙ্গিক বা উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতারডিগ্রি প্রদানকারী বাংলাদেশে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত পাঠ্যসূচি, পরীক্ষা গ্রহণপদ্ধতি, প্রশিক্ষণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিল, উপ-ধারা (১)-এর অধীনে পরিদর্শনের নিমিত্ত, উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে, এবং উক্ত পরিদর্শকবৃন্দ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা উহার পরীক্ষা পরিচালনা বা অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচি, শিক্ষণের মান ও এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যনিবার্হী কমিটির নিকট বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২)-এর অধীনে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত প্রতিবেদনের এক কপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করিবে এবং উহার বিষয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত মন্তব্যসহ প্রতিবেদনের অনুলিপি সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে পরিদর্শন প্রক্রিয়ায় অসহযোগিতা করিলে কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানপ্রদত্ত ডিগ্রিকে নিবন্ধন করিতে অস্বীকার করিতে বা নির্দিষ্ট সময়পর উক্ত ডিগ্রিকে অস্বীকৃত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে।

**৩০। প্রতারণামূলক প্রতিনিধিত্ব বা নিবন্ধনের দন্ড ।-**

(১) যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণার আশ্রয় লইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসাবে এই আইনের অধীনে নিবন্ধন, অথবা নিবন্ধন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ, অথবা মিথ্যা বা প্রতারণামূলক প্রতিনিধিত্ব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন অথবা মৌখিক বা লিখিতভাবে উক্তরূপ ঘোষণা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্তঅর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে অপরাধ সংঘটনে সহায়তাকারী ব্যক্তি উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত দন্ডে সমানভাবে দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত না হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বলিয়া প্রতারণা করেন, অথবা প্রতারণামূলকভাবে তাহার নাম বা পদবির সঙ্গে নিবন্ধনকৃত মর্মে কোন শব্দ, বর্ণ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করেন, তাহার মিথ্যা পরিচয়ের দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তি প্রতারিত না হইলেও, তাহার উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্তকারাদন্ড বা ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্তঅর্থদন্ডঅথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

**৩১। ভুয়া পদবি, ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ।-**

(১) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এমন কোন নাম, পদবি, বিবরণ বা প্রতীক এমনভাবে ব্যবহার বা প্রকাশ করিবেননা যাহার ফলে তাহার কোন অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা আছে মর্মে কেহ মনে করিতে পারে, যদিনা উহা কোন স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক শিক্ষাগত যোগ্যতা হইয়া থাকে।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি ১ (এক) বৎসর পর্যন্তকারাদন্ড বা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্তঅর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডেদন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত অপরাধ অব্যাহত থাকিলে, কাউন্সিল ইহার বিবেচনামতঅতিরিক্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

**৩২। বাজেট।-**

কাউন্সিল প্রতি বৎসর, ৩০ জুনের পূর্বে, পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাজেট প্রস্তুত করিবে এবং কাউন্সিল সভায় উহা অনুমোদন করাইবে।

**৩৩। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।-**

(১) কাউন্সিল যথাযথভাবে উহার তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং কাউন্সিল সভায় উহা অনুমোদন করাইবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যেক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রতি বৎসর কাউন্সিলের তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কাউন্সিলের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২)-এর অধীনে হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কাউন্সিলের রেকর্ড, দলিল ও কাগজপত্র, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কাউন্সিলের যে কোন সদস্য, সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, নিবন্ধক এবং কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

**৩৪। প্রতিবেদন।-**

(১) কাউন্সিল প্রতি বৎসর ৩০ জুনের মধ্যে পূর্ববর্তী ৩১ ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরের স্বীয় কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার যে কোন সময় কাউন্সিলের নিকট হইতে উহার যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী তলব করিতে পারিবে এবং কাউন্সিল উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

**৩৫। সরল বিশ্বাসে কৃতকার্য রক্ষণ।-**

এই আইন বা তদাধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান বা আদেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার, কাউন্সিল, অথবা কাউন্সিলের কোন সদস্য বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাইবে না।

**৩৬। সভাপতি, সদস্য, কর্মকর্তা ইত্যাদি সরকারি কর্মচারী হইবেন।-**

সভাপতি এবং কাউন্সিলের সদস্য, এই আইনের অধীন গঠিত কমিটির সদস্য এবং কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণPenal Code, 1860 (Act VLof 1860)-এর ধারা ২১ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী হইবেন।

**৩৭। তফসিলসমূহ সংশোধন।-**

(১) উপ-ধারা (২)-এর বিধান সাপেক্ষে, কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং উহাতে নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে এই আইনের কোন তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে,যথা:-

(ক) বাংলাদেশে অবস্থিত বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিশিক্ষা-যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান; এবং

(খ) বাংলাদেশে অবস্থিত বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়কউচ্চতর এবং প্রাসঙ্গিক শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান।

(২) কাউন্সিল, উপ-ধারা (১)-এর অধীনে বা অন্য কোন কারণে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং উক্তরূপ নির্দেশে উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট তফসিল সংশোধন করিবে।

**৩৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-**

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

**৩৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।-**

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্না করিয়া, নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে প্রবিধি প্রণয়ন করা যাইবে, যথা:-

(ক) কাউন্সিলের সম্পত্তি পরিচালনা, সংরক্ষণ এবং উহার হিসাব নিরীক্ষা;

(খ) কাউন্সিলের সভা পরিচালনা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ;

(গ) কার্যনির্বাহী কমিটি এবং অন্যান্য কমিটি নিয়োগের পদ্ধতি এবং উহাদের কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ;

(ঘ) পরিদর্শক নিয়োগ এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলী নির্ধারণ;

(ঙ) অনুমোদিত ও নিবন্ধিত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণের রেজিস্টার প্রণয়ন, প্রকাশ ও সংরক্ষণ;

(চ) নিবন্ধন ও পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় মাসুল (ফিস) নির্ধারণ;

(ছ) নিবন্ধিত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণের আচার-আচরণ;এবং

(জ) তদন্ত পদ্ধতি ও এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ।

**৪০। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।-**

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবেঃ

তবে শর্তে থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

**প্রথমতফসিল**

**ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক স্বীকৃত ডিগ্রি**

**(বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরে প্রদত্ত)**

| স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিগ্রি | নিবন্ধনের জন্য ডিগ্রির সংক্ষিপ্ত নাম | ডিগ্রির মেয়াদ |
|---|---|---|
| মাস্টার অফ সাইন্স ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি | এম এস সি | নূন্যতম এক বৎসর মেয়াদি পোস্ট গ্রাজুয়েশন পর্যায়ের মাস্টার্স ডিগ্রি |
| মাস্টার অফ সাইন্স ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি | এম এস সি | নূন্যতম এক বৎসর মেয়াদি পোস্ট গ্রাজুয়েশন পর্যায়ের মাস্টার্স ডিগ্রি |
| মাস্টার অফ সাইন্স ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি | এম এস | নূন্যতম এক বৎসর মেয়াদি পোস্ট গ্রাজুয়েশন পর্যায়ের মাস্টার্স ডিগ্রি |
| মাস্টার অফ সাইন্স ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি | এম এস | নূন্যতম দেড় বৎসর (অর্থাৎ ১৮ মাস) মেয়াদি পোস্ট গ্রাজুয়েশন পর্যায়ের মাস্টার্স ডিগ্রি |
| মাস্টার অফ ফিলোসফি ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি | এম ফিল | নূন্যতম দুই বৎসর মেয়াদি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েশন পর্যায়ের ডিগ্রি |

নোটঃ উল্লেখ থাকে যে. ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হইতে হইলেপ্রথম তফসিলে উল্লিখিত স্বীকৃত ডিগ্রিসমূহের মধ্য হইতে একবৎসরের এমএস/এমএসসি এবং তৎসহিত দুই বৎসরের এমফিল সর্বমোট এই তিন বৎসরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা তাহার সমতুল্য ন্যূনতম তিনবৎসরের স্বীকৃত স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকিতে হইবে।

## দ্বিতীয় তফসিল

## ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক স্বীকৃত উচ্চতর এবং প্রাসঙ্গিক ডিগ্রি

## (বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরে প্রদত্ত)

| স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ক উচ্চতর ডিগ্রি | নিবন্ধনের জন্য ডিগ্রির সংক্ষিপ্ত নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ডক্টর অফ ফিলোসফি ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি | পি এইচ ডি | ইহা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী বলিয়া স্বীকৃত হইবে |